[২০১৮] ৩ এস সি আর ১৭৭

আন্দানূর কালাম্মা ও অন্যান্য

বনাম

গঙ্গাম্মা (মৃত) আইনগত প্রতিনিধিগণ দ্বারা

(দেওয়ানি আবেদন সংখ্যা ৪২৩-৪২৪, ২০১৮)

৬ মার্চ, ২০১৮

[দীপক মিশ্র, প্রধান বিচারপতি, এ. এম. খানউইলকর এবং ডঃ ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড়, বিচারপতিরা]

দেওয়ানি কার্যবিধি অধিনিয়ম, ১৯০৮ :

ধারা ১১ – পূর্ব সিদ্ধান্ত সূত্র – প্রশ্নভুক্ত সম্পত্তির নিলাম বিক্রয় প্রতিতির মাধ্যমে উত্তরপক্ষগণের পক্ষে নিশ্চিত হয় – আবেদনকারীগণ উক্ত বিক্রয়কে রিট আবেদন দ্বারা চ্যালেঞ্জ করেন – উচ্চ আদালত আবেদন খারিজ করে, তবে মন্তব্য করেন যে উপ কমিশনার নিজস্ব উদ্যোগে বিক্রয় বাতিল করার ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারেন, যেহেতু মাইসোর ভূমি রাজস্ব আইন, ১৭৭ ধারা মোতাবেক সে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে – রিট আবেদনে উচ্চ আদালত মত দেন যে আদালত উপ কমিশনারকে তার বিবেচনামূলক ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য নির্দেশ দিতে পারে না – পরবর্তীতে, আবেদনকারীগণ কর্তৃক নিলাম বিক্রয় বাতিল করার জন্য উপ কমিশনারের বিবেচনামূলক ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য করা আবেদন সংক্রান্ত সংশোধন আবেদন অন্য একটি রিট আবেদনের বিষয়বস্তু হয় – ১৭৭ ধারার অধীনে আবেদন গ্রহণযোগ্য কিনা, এই বিষয়ে উচ্চ আদালত না-স্মৃতি প্রদান করেন এবং রিট আবেদনে তা পুনরায় নিশ্চিত হয় – সেই পরবর্তী সময়ে, বর্তমান মামলা দায়ের হয় ঘোষণার জন্য যে আবেদনকারীগণ মালিক এবং দখলকার – এই মামলা নিম্ন আদালত এবং উচ্চ আদালতে আবেদনে খারিজ হয়, পূর্ব সিদ্ধান্ত সূত্রের ভিত্তিতে – আবেদনে ধৃত হয়: নিলাম বিক্রয়ের নিশ্চয়তা সম্পর্কিত সম্পূর্ণ বিষয়টি একই পক্ষদের মধ্যে, একই জমির বিষয়ে এবং একই কারণের ভিত্তিতে পূর্বে উচ্চ আদালতের সামনে ছিল – সেহেতু, পূর্ব সিদ্ধান্ত সূত্র দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় আবেদনকারীগণ সঠিকভাবে বর্জিত হন – পূর্ব সিদ্ধান্ত সূত্র।

আবেদন খারিজ করে, আদালত

আদেশ: দেওয়ানি কার্যবিধির ১১ ধারায় নিহিত পূর্ব সিদ্ধান্ত সূত্রটি "একই কারণের জন্য কেউ যেন দুইবার হয়রানির শিকার না হয়" এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান মামলায়, নিলাম বিক্রয়ের নিশ্চয়তা এবং বিক্রয় শংসাপত্র যা উত্তরপক্ষের পূর্বসূরীর পক্ষে জারি হয়েছিল, সেই সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় উচ্চ আদালতের সামনে ছিল,

একই পক্ষদের মধ্যে, একই জমি সংক্রান্ত এবং একই কারণের ভিত্তিতে। এই ভিত্তিতে, নিম্ন আদালত এবং উচ্চ আদালত যথাযথভাবে আবেদনকারীদের অযোগ্য ঘোষণা করেন, কারণ তাঁরা পূর্ব সিদ্ধান্ত সূত্র দ্বারা আক্রান্ত। এই সূত্রটি বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য।

নাগভূষণম্মল বনাম সি. চন্ডিকেশ্বরালিঙ্গম (২০১৬) ৪ এস সি সি ৪৩৪ - উপর নির্ভর করে। শিরলাকোপ্পা টাউন মিউনিসিপ্যালিটি বনাম শ্রী শারদা রাইস মিল এবং অন্যান্য ১৯৮২ (১) কে এল জে ১৩৭; এলআর-এর মাধ্যমে ইউ. নীলান বনাম কান্নায়ন। এআইআর ১৯৯৯ এসসি ৩৭৫০; স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ট্রাভাঙ্কোর বনাম মিথিন কান্নু মাস্তান কাঞ্জু এআইআর ১৯৮০ কেরালা ২৩৬ ; মাধবী আম্মা ভবানী আম্মা এবং অন্যান্য বনাম কুঞ্জিকুট্টি পিল্লাই মীনাক্ষী পিল্লাই এবং অন্যান্য ২০০০ এ আই আর এস সি ডাবলু ২৪৩২ ; প্রসঙ্গ: ফরোয়ার্ড কনস্ট্রাকশন কোং এবং অন্যান্য বনাম প্রভাত মণ্ডল (নিবন্ধিত), আন্ধেরি এবং অন্যান্য এ আই আর ১৯৮৬ এস সি ৩৯১ ; অশোক কুমার শ্রীবাস্তব বনাম ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোং লিমিটেড এআইআর ১৯৯৮ এসসি ২০৪৬ ; এবং পুনঃ: গুলাবচাঁদ ছোটলাল পারিখ বনাম গুজরাট রাজ্য এ আই আর ১৯৬৫ এস সি ১১৫৩ - উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলার আইনের তথ্য

১৯৮২ (১) কে এল জে ১৩৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৯
এ আই আর ১৯৯৯ এস সি ৩৭৫০	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৯
এ আই আর ১৯৮০ কেরালা ২৩৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৯
২০০০ এ আই আর এস সি ডাবলু ২৪৩২	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৯
এ আই আর ১৯৮৬ এস সি ৩৯১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৯
এ আই আর ১৯৯৮ এস সি ২০৪৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৯
এ আই আর ১৯৬৫ এস সি ১১৫৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৯
(২০১৬) ৪ এস সি সি ৪৩৪	নির্ভর করা	অনুচ্ছেদ ২৮

দেওয়ানি আবেদন এখতিয়ার: দেওয়ানি আবেদন নম্বর ৪২৩-৪২৪, ২০১৮

০৪.০১.২০০৫ এবং ১১.০৩.২০০৫ তারিখে কর্ণাটক হাইকোর্টের আরএফএ নম্বর ৪১০, ১৯৯৮ এবং আর.পি. নম্বর ১২৪, ২০০৫ এর রায় ও আদেশ থেকে।

আবেদনকারীদের পক্ষে কাশী বিশ্বেশ্বর, শ্রীমতী এ, সুমথি, আইনজীবীগণ।

প্রতিবাদীদের পক্ষে ই. সি. বিদ্যা সাগর, আইনজীবী।

আদালতের রায় প্রদান করেন **এ. এম. খানউইলকার, বিচারপতি-**

১. এই আবেদনগুলি, বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে, কর্ণাটক হাইকোর্টের একক বিচারপতির ০৪ জানুয়ারি, ২০০৫ এবং ১১ মার্চ, ২০০৫ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে, যেখানে একক বিচারপতি ট্রায়াল কোর্টের রায় ও ডিক্রি নিশ্চিত করেছেন এবং আবেদনকারীদের দ্বারা দায়েরকৃত মামলা রেস জুডিকেটার ভিত্তিতে খারিজ করেছেন এবং পর্যালোচনা আবেদনও খারিজ করেছেন।

২. বর্তমান আবেদনের আবেদনকারীরা হলেন মূল মামলার বাদী এবং প্রতিবাদীরা হলেন আসামি।

৩. সংক্ষেপে, আবেদনকারী নম্বর ১ হলেন প্রয়াত শ্রী আন্দনুর উমাপথিয়াপ্পার স্ত্রী এবং অন্যান্য আবেদনকারীরা হলেন তাঁর পুত্র ও কন্যা। প্রতিবাদী নম্বর ১ হলেন প্রয়াত শ্রী বেলেকেরাপ্পার স্ত্রী এবং অন্যান্য প্রতিবাদীরা হলেন তাঁর পুত্র ও কন্যা।

৪. প্রয়াত শ্রী আন্দনুর উমাপথিয়াপ্পার পিতা (প্রয়াত আন্দনুর কোট্রাপ্পা) আয়কর আইনের অধীনে ২,৬০০/- টাকার বকেয়া করের জন্য ডিফল্টার ছিলেন। কর বকেয়া আদায়ের জন্য, আয়কর বিভাগ কর্ণাটক ভূমি রাজস্ব আইন, ১৯৬৪ এর ১৫৮ ধারার অধীনে চিত্রদুর্গার উপকমিশনারের কাছে বিষয়টি রেফার করে। প্রয়াত শ্রী আন্দনুর উমাপথিয়াপ্পার মালিকানাধীন বিসালেরি গ্রামের, দাভানগেরে তালুকের, ২৩ একর ১৫ গুন্টা পরিমাণের স্যো. নম্বর ৬৩ নম্বর জমি কর বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রির জন্য আনা হয়। বিক্রয়টি অনুষ্ঠিত হয় ০৭ জানুয়ারি, ১৯৬৬ তারিখে এবং প্রতিবাদীদের পিতা, প্রয়াত বেলেকেরাপ্পা, সর্বোচ্চ দরদাতা হন ২,৬০০/- টাকাতে এবং সহকারী কমিশনার যিনি নিলাম পরিচালনা করেছিলেন, তিনি চিত্রদুর্গার

উপ কমিশনারকে সুপারিশ করেন।

৫. আবেদনকারীদের পূর্বসূরি ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ তারিখে বিক্রয় রদ করার জন্য একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন। তবে, উপায়ুক্ত ৩ মে ১৯৬৬ তারিখে প্রদত্ত আদেশের মাধ্যমে বিক্রয় নিশ্চিত করেন। ফলস্বরূপ, ১৯৬৬ সালের জুন মাসে মৃত শ্রী বেলেকেরাপ্পার পক্ষে একটি বিক্রয় সনদ জারি করা হয় এবং তাঁকে মামলার তফসিলভুক্ত সম্পত্তির দখলও দেওয়া হয়।

৬. আবেদনকারীদের পূর্বসূরি মৃত শ্রী আন্দনূর উমাপতিয়াপ্পা, পিতা মৃত আন্দনূর কোট্রাপ্পা, এরপর ৩ মে ১৯৬৬ তারিখের আদেশকে মাইসোর আবেদন ট্রাইব্যুনালে চ্যালেঞ্জ করেন এবং মাইসোর ভূমি রাজস্ব বিধি, ১৯৬৪ এর ধারা ৪৯ অনুসারে আবেদন নম্বর ৪৮৬/১৯৬৭ (ভূ.রা.) দায়ের করেন। তিনি দাবি করেন যে ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ তারিখের বিক্রয় রদ করার জন্য তাঁর আবেদন নিষ্পত্তি না করে উপায়ুক্ত কর্তৃক নিলাম বিক্রয় নিশ্চিত করা যথাযথ হয়নি। ট্রাইব্যুনাল ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭ তারিখে তার আদেশের মাধ্যমে আবেদন মঞ্জুর করে এবং বিক্রয় রদ করে দেয়, এই ভিত্তিতে যে কর্ণাটক ভূমি রাজস্ব বিধি, ১৯৬৪ এর ধারা ১৭৭ অনুসারে, বিক্রয় রদ করার আবেদন খারিজ না হওয়া পর্যন্ত উপায়ুক্ত বিক্রয় নিশ্চিত করতে পারেন না। সেই অনুযায়ী, ট্রাইব্যুনাল বিক্রয় রদ করে, বিষয়টি চিত্রদুর্গা উপায়ুক্তের নিকট পুনরায় প্রেরণ করে, যাতে তিনি ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ তারিখের আবেদনপত্রে আবেদনকারী কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগসমূহের বিষয়ে নতুন করে তদন্ত করেন এবং আইন অনুযায়ী নিষ্পত্তি করেন।

৭. প্রেরিত আদেশ অনুসারে, আবেদনকারীদের পূর্বসূরির পক্ষে দায়েরকৃত আবেদন ৮ জুন ১৯৬৯ তারিখে উপায়ুক্ত কর্তৃক শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয় এবং যেহেতু কেউ উপস্থিত হননি, উপায়ুক্ত সেটি অগ্রগতিহীনতার কারণে খারিজ করে দেন। উক্ত আবেদন পুনরুদ্ধারের জন্য দায়েরকৃত পুনঃস্থাপন আবেদনও উপায়ুক্ত কর্তৃক খারিজ করা হয়।

৮. আবেদনকারীদের পূর্বসূরি এরপর উপায়ুক্ত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে মাইসোর রাজস্ব আবেদন ট্রাইব্যুনালে আবেদন নম্বর ১৬৭/১৯৭১ দায়ের করেন। তবে, সেটিও ১৩ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখের আদেশের মাধ্যমে বিলম্বিত হিসেবে খারিজ করা হয়। উপরোক্ত আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য দায়েরকৃত পর্যালোচনা আবেদনটিও ট্রাইব্যুনাল খারিজ করে দেয়।

৯. আবেদনকারীদের পূর্বসূরি, যিনি সংক্ষুব্ধ হন, কর্ণাটক উচ্চ আদালতের নিকট রিট আবেদন নম্বর ১৮১০/১৯৭১ দায়ের করেন। উচ্চ আদালত ২৩ অক্টোবর ১৯৭৩ তারিখে প্রদত্ত আদেশের মাধ্যমে উক্ত রিট আবেদন খারিজ করে দেন।

নিরীক্ষণ করা হইয়াছিল যে, যদি কোনো কারণে উপ-মহানির্দেশক, ছিত্রদুর্গ, ট্রাইবুনালে আবেদন নং ৪৮৬/১৯৬৭ (ভূমি রাজস্ব) তে পুনঃবিচার আদেশ প্রদানের পরও বিক্রয় অনুমোদিত না হইয়া থাকে এবং যদি রিট আবেদনকারী (আপীলকারীদের অধিকারসূত্রে পূর্বসূরি) বিক্রয়মূল্য জমা প্রদান করে, তাহা হইলে উপ-মহানির্দেশক স্ব-প্রণোদিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া, মহীসুর ভূমি রাজস্ব আইন ধারা ১৭৭ এর উপ-ধারায় নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী বিক্রয় বাতিল করিতে পারেন।

১০। রিট আবেদনে প্রতিউত্তরকারী উক্ত সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করিয়া উচ্চ আদালতে ডব্লিউ.এ. নং ১৫২/১৯৭৩ নাম্বারে একটি আবেদন দায়ের করেন, কারণ তাঁহারা একক বিচারপতির নিকট হইতে রিট আবেদন প্রত্যাখ্যানের সময়কালে প্রদত্ত কিছু মন্তব্য ও নির্দেশে বিরক্ত হন। উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ, উক্ত আইনের ধারা ১৭৭ এর বিধানগুলি পর্যালোচনার পর পর্যবেক্ষণ করেন যে রিট আবেদন খারিজ হইবার পর বিক্রয় বাতিল করিবার জন্য আর কোনো আবেদন বিচারাধীন ছিল না। তথাপি, যেহেতু উপ-মহানির্দেশকের নিকট বিক্রয় বাতিল করিবার স্বাধীনতা রহিয়াছে, তিনি উপযুক্ত শর্তে, বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে এবং আইনানুযায়ী, উক্ত বিক্রয় বাতিল করিতে পারেন। ডিভিশন বেঞ্চ আরও পর্যবেক্ষণ করেন যে, রিট আবেদন খারিজ করিবার সময় একক বিচারপতি অতিরিক্ত কোনো মন্তব্য বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিতেন না। উপরোক্ত মন্তব্যসহ, উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ ৭ জানুয়ারি ১৯৭৫ তারিখে উক্ত আবেদন মঞ্জুর করেন।

১১। রিট আবেদন বিচারাধীন অবস্থায়, আপীলকারীদের পূর্বসূরি ২৪ নভেম্বর ১৯৭৩ তারিখে মহীসুর ভূমি রাজস্ব আইন ধারা ১৭৭ অনুসারে উপ-মহানির্দেশকের নিকট একটি আবেদন দাখিল করেন, যাতে ৭ জানুয়ারি ১৯৬৬ তারিখে অনুষ্ঠিত নিলাম বিক্রয় বাতিল করিবার আবেদন জানানো হয়, যেমনটি ধারা ১৭৭ এর উপ-ধারায় বলা আছে। প্রাথমিকভাবে, ৯ জুন ১৯৭৫ তারিখে একটি আদেশ দ্বারা উক্ত আবেদন খারিজ করা হয় এবং উক্ত আদেশের পর্যালোচনার জন্য দাখিল করা আবেদন অনুসারে, উপ-মহানির্দেশক ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ তারিখে এক আদেশ প্রদান করিয়া বলেন যে, পর্যালোচনা আবেদন গ্রহণযোগ্য।

১২। উক্ত উপ-মহানির্দেশকের আদেশে প্রতিউত্তরকারীগণ বিরক্ত হইয়া কর্ণাটক আবেদন ট্রাইবুনালে নং ৩০৪/১৯৭৩ একটি পুনর্বিবেচনা আবেদন দায়ের করেন, যেখানে বলা হয় যে, উপ-মহানির্দেশক ধারা ১৭৭ অনুসারে স্ব-প্রণোদিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার এখতিয়ার রাখেন না, যেহেতু উক্ত আবেদন একজন ঋণদাতার পক্ষ হইতে দাখিল করা হইয়াছিল।

নিয়ম পরিষদ প্রাথমিকভাবে ৪ আগস্ট ১৯৭৮ তারিখে তার আদেশ দ্বারা আবেদনের অনুমোদন দেয় এবং আবেদনকারীগণের দ্বারা দায়েরকৃত পুনর্বিবেচনা আবেদন নং ২৭/১৯৭৮–এ পুনর্বিবেচনা আবেদনের অনুমোদন দেয় এবং সংশোধন আবেদনে নং ৩০৪/১৯৭৩ তে গৃহীত আদেশ বাতিল করে। পরবর্তীকালে, ২৪ মার্চ ১৯৮০ তারিখে, নিয়ম পরিষদ নির্দেশ প্রদান করে যে সংশোধন আবেদনটি নতুন করে বিষয়ে শুনানির জন্য উপস্থাপন করা হোক, এবং পরবর্তী আদেশ দ্বারা ৩০ জানুয়ারি ১৯৮১ তারিখে উত্তরদাতাদের দ্বারা দায়েরকৃত সংশোধন আবেদন খারিজ করে।

১৩। পরবর্তীকালে, উত্তরদাতাগণ উচ্চ আদালতে একটি রিট আবেদন দায়ের করেন, যার নম্বর ১৪০১২/১৯৮১, যেখানে সংশোধন আবেদন নং ৩০৪/১৯৭৩–এর ৪.৮.১৯৭৮, ২৪.৩.১৯৮০ এবং ৩০.১.১৯৮১ তারিখে নিয়ম পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশগুলিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। উচ্চ আদালতের একক বিচারপতি তার ৩১ জুলাই ১৯৮৯ তারিখের আদেশে উপরিউক্ত সংশোধন আবেদনে নিয়ম পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশসমূহ বাতিল করেন এবং পর্যবেক্ষণ করেন যে নিলাম বিক্রয় বহু পূর্বেই নিশ্চিত করা হয়েছিল।

১৪। এই আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে, আবেদনকারীগণ একটি রিট আবেদন দায়ের করেন, যার নম্বর ২১৭৬/১৯৮৯। উচ্চ আদালতের বিভাগীয় বেঞ্চ ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৯ তারিখে একটি আদেশ দ্বারা উক্ত আবেদন খারিজ করে দেন এবং মত প্রদান করেন যে কর্ণাটক ভূমি রাজস্ব আইনের ধারা ১৭৭ সম্পর্কিত একক বিচারপতির দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে কোন হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয় না।

১৫। এরপর আবেদনকারীগণ দাভানগিরে জেলার প্রবীণ বিভাগীয় দেওয়ানি বিচারকের আদালতে একটি দেওয়ানি মামলা নং ২৭/১৯৯০ দায়ের করেন, যাতে তাদেরকে মামলার সময়সূচী সম্পত্তির মালিক ঘোষণা করার এবং উত্তরদাতাদের সেই সম্পত্তির দখল পুনরায় প্রদান করার নির্দেশ প্রার্থনা করেন। ডেপুটি কমিশনার, কর্ণাটক রাজস্ব আবেদন নিয়ম পরিষদ এবং উচ্চ আদালতে পূর্ববর্তী কার্যক্রমের প্রতি উল্লেখ করে, আবেদনকারীগণ দাবি করেন যে মাইসোর আবেদন নিয়ম পরিষদ কর্তৃক আবেদন নং ৪৮৬/১৯৬৭ (ভূমি রাজস্ব)–তে ডেপুটি কমিশনার, চিত্রদুর্গ কর্তৃক নিশ্চিতকৃত বিক্রয় বাতিল করে বিষয়টি পুনরায় আইনানুযায়ী নিষ্পত্তির জন্য ডেপুটি কমিশনারের নিকট প্রত্যর্পণ করা হয়, কিন্তু মামলার তারিখ পর্যন্ত বিক্রয়ের নিশ্চিতকরণ এবং বিক্রয় সনদপত্র প্রদান সংক্রান্ত কোন পদক্ষেপ ডেপুটি কমিশনার, চিত্রদুর্গ গ্রহণ করেননি। অতএব, রাজস্ব কর্তৃপক্ষ এবং নিয়ম পরিষদের বিভিন্ন কার্যক্রমে গৃহীত আদেশসমূহ কোনভাবেই মামলার সময়সূচী সম্পত্তির বিষয়ে আবেদনকারীদের অধিকার, শিরোনাম ও স্বার্থকে প্রভাবিত করতে পারে না এবং করবে না। সেইজন্য, আবেদনকারীগণ দাবি করেন যে তারা মামলার সময়সূচী সম্পত্তির প্রকৃত মালিক। আবেদনকারীগণ আরও দাবি করেন যে, বিভিন্ন ফোরামের সামনে চলমান বিভিন্ন কার্যক্রমের সময় তাদের পূর্বসূরি সম্পূর্ণ কর পরিশোধ করেছেন আয়কর দপ্তরের নিকট এবং সেইজন্য বিক্রয় নিশ্চিত করার প্রশ্নই ওঠে না আয়কর পরিশোধের পর। আবেদনকারীগণ আরও দাবি করেন যে,

যদিও উত্তরদাতাগণ মামলার সময়সূচী সম্পত্তির দখলে প্রবেশ করেছেন ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত বিক্রয় সনদপত্রের আড়ালে, কিন্তু যেহেতু উক্ত বিক্রয় সনদপত্র আবেদন নং ৪৮৬/১৯৬৭ (ভূমি রাজস্ব)–এ নিয়ম পরিষদ কর্তৃক বাতিল করা হয়েছে, তাই তাদের দখল একটি বিবাদমান দখল এবং এটি তাদের কোন অধিকার প্রদান করে না মামলার সময়সূচী সম্পত্তির উপর দখল বজায় রাখার। তাদের পক্ষ হতে মামলায় আরও দাবি করা হয়েছে যে, যদিও আবেদনকারীগণ উত্তরদাতাদের নিকট মামলার সময়সূচী সম্পত্তির দখল হস্তান্তরের জন্য অনুরোধ করেছেন, উত্তরদাতাগণ তা প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং সেইজন্য আবেদনকারীগণ বাধ্য হয়ে মালিকানা ঘোষণা এবং দখল প্রাপ্তির জন্য মামলা দায়ের করেছেন। মামলার কারণ, আবেদনকারীগণের মতে, উদ্‌ভূত হয় প্রায় ১ মে ১৯৯০ তারিখে এবং আরও উদ্‌ভূত হয় জুলাই ১৯৮৯–এ, যখন উচ্চ আদালত আবেদনকারীদের রিট আবেদন নং ২১৭৬/১৯৮৯ খারিজ করে দেন।

১৬. প্রতিউত্তরদাতাগণ মামলাটি প্রতিরোধ করেন। তাঁদের মতে, রিট মামলা নম্বর ১৪০১২/১৯৮১-র কার্যক্রম এবং ৩১ জুলাই, ১৯৮৯ তারিখে উক্ত মামলায় প্রদত্ত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, ডেপুটি কমিশনার এবং অন্যান্য রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকটবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কিত বাদীর বাদনামায় বর্ণিত কথাগুলির কোনও প্রভাব নেই এবং উক্ত আদেশসমূহের ফলে, পক্ষগণকে ৩ মে, ১৯৬৬ তারিখে ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক বিক্রয় প্রত্যয়নপত্র নিশ্চিত করার সময়ের মূল অবস্থানে পুনঃস্থাপন করা হয়েছে এবং নতুন করে বিক্রয় প্রত্যয়নপত্র প্রদান করার কোনও প্রয়োজন নেই। উপরোক্ত প্রতিরক্ষার বাইরে প্রতিউত্তরদাতাগণ ট্রায়াল আদালতে দাখিলকৃত লিখিত বিবৃতিতে আর কোনও প্রতিরক্ষা উপস্থাপন করেননি।

১৭. ট্রায়াল আদালত, পক্ষগণের বাদনামার ভিত্তিতে, নিম্নলিখিত ছয়টি বিষয়ে বিচার্য বিষয় নির্ধারণ করে:-

"(i) বাদীগণ কি প্রমাণ করতে পারেন যে, তাঁরা মামলার সম্পত্তির মালিক এবং দখলের অধিকারী?

(ii) তাঁরা কি আরও প্রমাণ করতে পারেন যে, মামলার সম্পত্তির দখল পাওয়ার অধিকার তাঁদের রয়েছে?

(iii) প্রতিউত্তর বিবৃতিতে উল্লিখিত দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ১১ দ্বারা কি বাদীর মামলা বাধাপ্রাপ্ত?

(iv) প্রতিপক্ষগণ কি ক্ষতিপূরণমূলক খরচ পাওয়ার অধিকারী?

(v) বাদীগণ কি তাঁদের প্রার্থিত প্রতিকারসমূহ পাওয়ার অধিকারী?

(vi) "কি আদেশ অথবা ডিক্রি?"

১৮। বিচারিক আদালত, রিট মামলা নং ১৪০১২/১৯৮১ এবং রিট আবেদন নং ২১৭৬/১৯৮৯-এ উচ্চ আদালত কর্তৃক গৃহীত আদেশের আলোকে বিবেচনা করে রায় প্রদান করে যে, ৩রা জুন, ১৯৬৬ তারিখের নিলাম বিক্রয়ের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা মামলার প্রার্থনা দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ১১ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য, বিচারিক আদালত আবেদনকারীদের পূর্বসূরির দ্বারা রাজস্ব কর্তৃপক্ষ ও উচ্চ আদালতের সামনে গৃহীত বিভিন্ন কার্যধারার ইতিহাস অন্বেষণ করে এবং পর্যবেক্ষণ করে যে রিট মামলা নং ১৪০১২/১৯৮১-তে উচ্চ আদালতের আদেশের প্রেক্ষিতে মামলাটি পূর্ববিচারনীতির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত।

১৯। বিজ্ঞ দেওয়ানি বিচারক (জ্যেষ্ঠ বিভাগ) কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও ডিক্রিতে বিরক্ত হয়ে, আবেদনকারীগণ কর্ণাটক উচ্চ আদালতের বেঙ্গালুরুতে নিয়মিত প্রথম আবেদন নং ৪১০ অব ১৯৯৮ দায়ের করেন। উচ্চ আদালত, সেই সমস্ত কার্যধারার প্রতি লক্ষ্য করে যেগুলি শেষ হয়েছিল রিট মামলা নং ১৪০১২/১৯৮১-তে ৩১শে জুলাই, ১৯৮৯ তারিখে একক বিচারকের রায়ের বিরুদ্ধে আবেদনকারীদের দ্বারা দায়েরকৃত রিট আবেদন খারিজ হওয়ার মাধ্যমে, যেখানে রাজস্ব কর্তৃপক্ষসহ কর্ণাটক আবেদন ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত সকল আদেশের সঠিকতা বিশ্লেষণ করা হয় এবং ২৪শে নভেম্বর, ১৯৭৩ এবং ৯ই জুন, ১৯৭৫ তারিখের নিলাম বিক্রয় বাতিল করার জন্য আবেদনকারীদের আবেদনপত্রের ভিত্তিতে উত্থাপিত দাবি খারিজ করা হয়, এবং সেই রায় উচ্চ আদালতের বিভাগীয় বেঞ্চ দ্বারা রিট আবেদন খারিজ করে নিশ্চিত করা হয়। উচ্চ আদালত নিম্নলিখিত মামলাগুলিতে প্রদত্ত রায়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়—শির্লাকোপ্পা টাউন পৌরসভা বনাম শ্রী শরদা রাইস মিল ও অন্যান্য [১] ; ইউ. নিলান বনাম কান্নাইয়ান (উত্তরাধিকারী দ্বারা) [২] ; ত্রাভাঙ্কোর রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বনাম মইথিন কান্নু মাস্তান কানজু [৩] ; মাধবী অম্মা ভবানী অম্মা ও অন্যান্য বনাম কুঞ্জিকুট্টি পিল্লাই মীনাক্ষী পিল্লাই ও অন্যান্য [৪] ; ফরোয়ার্ড নির্মাণ সংস্থা ও অন্যান্য বনাম প্রভাত মণ্ডল (নিবন্ধিত), আন্দেরি ও অন্যান্য [৫] ; অশোক কুমার শ্রীবাস্তব বনাম জাতীয় বিমা সংস্থা লিমিটেড [৬] ; এবং গুলাবচাঁদ ছোটালাল পারিখ বনাম গুজরাট রাজ্য [৭] ; এবং তদনুসারে পক্ষের পরিচয়, কার্যধারার কারণ এবং বিষয়বস্তুর পরিচয় সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক পরীক্ষার ভিত্তিতে পূর্ববিচারনীতির বিধান সম্পর্কিত আইনি অবস্থানকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করে।

১। ১৯৮২ (১) কে এল জে ১৩৭

২। এ আই আর ১৯৯৯ এস সি ৩৭৫০

৩। এ আই আর ১৯৮০ কেরালা ২৩৬

৪। ২০০০ এ আই আর এস সি ডাবলু ২৪৩২

৫। এ আই আর ১৯৮৬ এস সি ৩৯১

৬। এ আই আর ১৯৯৮ এস সি ২০৪৬

৭। এ আই আর ১৯৬৫ এস সি ১১৫৩

নির্দিষ্টভাবে বললে, যে কোনও বিষয় যা পূর্বে উত্থাপিত হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং যা পক্ষগণের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণের জন্য একটি চূড়ান্ত ও নিষ্পত্তিমূলক রায়ে প্রয়োজনীয় ছিল, তা একই পক্ষগণের দ্বারা পুনরায় মামলা আকারে তোলা যাবে না এবং যে পক্ষ পূর্বে যে বিষয়টি নিয়ে মামলা করেছে এবং তা নিষ্পত্তি হয়েছে, সেই পক্ষ উক্ত বিষয় পুনরায় উত্থাপন করতে পারে না, এমনকি যে বিষয় সে পূর্ববর্তী প্রক্রিয়ায় আনতে পারত এবং আনা উচিত ছিল কিন্তু তা করেনি, সে বিষয়ও পুনরায় উত্থাপন করতে পারে না। এই নীতিগুলির আলোকে, উচ্চ আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ

"৩১. আমার আদেশের পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আমি যে ত্রৈমূর্তি পরিচয়ের উল্লেখ করেছি তা আমি বিবেচনার জন্য যেসব বিষয় উত্থাপন করেছি তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব বহন করে। পুনরুক্তির আশঙ্কা স্বত্বেও, আমি পুনরায় উল্লেখ করছি রেস জুডিকাটা নীতির প্রয়োগের জন্য যে ত্রৈমূর্তি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেগুলি হল, পক্ষের পরিচয়, কারণ বা অভিযোগের ভিত্তি এবং বিষয়বস্তু। পক্ষের পরিচয় বিতর্কের বিষয় নয় এবং বাদীদের পক্ষে তা বিতর্ক করা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে, তাদের পিতা বিভিন্ন ফোরামের সামনে নিলাম বিক্রয় এবং তার নিশ্চিতকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর, বাদীরা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে বর্তমান স্তর পর্যন্ত কার্যক্রম চালিয়ে গেছেন। দ্বিতীয় প্রয়োজনীয়তা হল কারণ বা অভিযোগের ভিত্তি। একটি কারণ বা অভিযোগের ভিত্তি গঠিত হয় সেই সকল তথ্য ও পরিস্থিতি দ্বারা যা প্রতিকার পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়। রাজস্ব কর্তৃপক্ষ ও ট্রাইবুনালের সামনে, বাদীদের প্রধান অভিযোগ ছিল তাদের অস্থাবর সম্পত্তি যা সহকারী কমিশনার কর্তৃক এক সর্বজনীন নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়েছে, তার নিশ্চিতকরণ এবং উক্ত সম্পত্তি থেকে তাদের বেআইনি উচ্ছেদ। সমস্ত ফোরামের সামনে বাদীরা তাদের মামলা হেরেছে এবং সেসব আদেশ এই আদালত কর্তৃক দায়েরকৃত রিট আবেদনে ও রিট আবেদনে নিশ্চিত হয়েছে। সুতরাং রাজস্ব কর্তৃপক্ষদের দ্বারা গৃহীত আদেশগুলি চূড়ান্ত হয়েছে, অর্থাৎ একটি সর্বজনীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অস্থাবর সম্পত্তির নিলাম এবং উক্ত সম্পত্তির হস্তান্তর কোনও রাজস্ব কর্তৃপক্ষ, ট্রাইবুনাল অথবা এই আদালতের দ্বারা বিঘ্নিত হয়নি; যদিও ট্রাইবুনাল কর্তৃক নালিশি নং ৪৮৬/১৯৬৭ তে পুনরায় প্রেরণের আদেশ অনুসরণে ট্রাইবুনাল দ্বারা তা নিশ্চিত করা হয়নি। তৃতীয়ত, বিষয়বস্তু সমস্ত কার্যক্রমে অভিন্ন, অর্থাৎ মামলা তালিকাভুক্ত সম্পত্তি যার নং ৬৩, পরিমাপ ২৩ একর ১৫ গুণ্টা, অবস্থিত বিসালেরি গ্রাম, দাভানগেরে জেলায়।

৩২. পূর্ববর্তী মোকদ্দমার মধ্যে পক্ষগণ অভিন্ন ছিল, দাবি ও বিষয়বস্তু একই বা অভিন্ন ছিল এবং একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতের বিচারিক সিদ্ধান্ত দ্বারা বিবাদীদের দখল বিঘ্নিত হয়নি এই কারণে, পুনঃবিচারের নীতি এই কার্যধারায় প্রযোজ্য হবে। অতএব, বাদীগণ এমন একটি বিষয় পুনরায় আদালতে আনতে পারেন না যা ইতিপূর্বে সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। অন্যথায়ও, বাদীদের পিতা অথবা অন্ততঃ বাদীগণ পূর্ববর্তী কার্যধারায় মামলার তফসিলভুক্ত সম্পত্তির দখলের বিষয়ে একটি দাবি আনতে পারতেন, কিন্তু তাঁরা তা করেননি এবং এই কারণে পরে তাঁরা এমন একটি বিষয় পুনরায় উত্থাপন করতে পারেন না, যা পূর্ববর্তী কার্যধারায় তাঁরা আনতে পারতেন। অতএব, আমার দৃষ্টিতে, প্রাথমিক আদালতের মাননীয় বিচারকের প্রদত্ত রায় ও ডিক্রি, পুনঃবিচারের নীতির ভিত্তিতে সংরক্ষিত হওয়া উচিত, যদিও এই ভিত্তিতে নয় যে, এই আদালত রিট পিটিশন নম্বর ১৪০১২ পরিবর্তে ১৯৮৯ নিষ্পত্তি করাকালে ৩১ জুলাই ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে এই পর্যবেক্ষণ করেছিল যে, কর্ণাটক আবেদন ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের বিষয়ে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠানো সংক্রান্ত আদেশ এই আদালত কর্তৃক বাতিল করা হয়েছে। এই আদালতের করা পর্যবেক্ষণ একটি প্রকট প্রকৃতিগত ভ্রান্তি এবং তা প্রাথমিক আদালত, পক্ষসমূহের মধ্যকার বিরোধ নিরসনের সময় আমলে নিতে পারত না এবং আমার মতে, প্রকৃতিগত একটি ভ্রান্তি হওয়ায় প্রাথমিক আদালত তা উপেক্ষা করতেই পারত।

২০। উপরোক্ত উপসংহার অনুযায়ী উচ্চ আদালত, আবেদনকারীদের দাখিলকৃত প্রথম আবেদনটি খারিজ করে দেয়। আবেদনকারীরা এই আদালতের নিকট বিশেষ অনুমতির আবেদন করে, মধ্যে অন্যান্য বিষয় উল্লেখ করে এই যুক্তি প্রদান করেন যে, নিলাম বিক্রয় নিশ্চিতকরণের বিষয়টি ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে মাইসোর রাজস্ব আবেদন ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের আলোকে পুনরায় খোলা হয়েছিল। বিক্রয় নিশ্চিতকরণের অনুপস্থিতি এবং প্রতিপক্ষদের নামে নতুন বিক্রয় প্রত্যয়নপত্র ইস্যু না হওয়ার প্রেক্ষিতে, মামলা সংক্রান্ত তফসিলভুক্ত সম্পত্তির উপর প্রতিপক্ষদের কোনো প্রকার অধিকার, স্বত্ব অথবা স্বার্থ উদ্ভূত হয় না। এই বিষয়টি যে, প্রতিপক্ষদের পূর্বপুরুষ বলকারাপ্পাকে ৩ মে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে বিক্রয় প্রত্যয়নপত্র ও বিক্রয় নিশ্চিতকরণের ভিত্তিতে মামলার তফসিলভুক্ত সম্পত্তির দখল দেওয়া হয়েছিল, তা কোনোভাবেই আবেদনকারীদের স্বার্থে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না এবং তাঁদের এই সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধারের প্রতিকার অনুসরণের অধিকারও হরণ করবে না, যার মালিকানা আবেদনকারীদের কাছেই রয়ে গিয়েছে।

আবেদনকারীদের মতে, উচ্চ আদালত এবং বিচারিক আদালত সম্পত্তির উপর তাদের অধিকার ভিত্তিতে দখল প্রার্থনার মামলা খারিজ করে এবং তাদেরকে অযোগ্য ঘোষণা করার ক্ষেত্রে পুনর্বিচারের নীতির প্রয়োগ করে স্পষ্ট ভুল করেছে।

২১। প্রতিপক্ষগণ, অপরদিকে, যুক্তি দেখান যে, বিচারিক আদালত এবং উচ্চ আদালত যথার্থভাবে আবেদনকারীদের দ্বারা দায়েরকৃত মামলা খারিজ করেছে, কারণ তা পুনর্বিচারের নীতির দ্বারা প্রভাবিত। প্রতিপক্ষগণ এই বিষয়ে বিচারিক আদালত এবং উচ্চ আদালতের বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তের সমর্থন করেন। তারা প্রার্থনা করেন যে, আবেদনটি মুল্যহীন হওয়ায় তা খারিজ করা হোক।

২২। আমরা শুনেছি শ্রী কাশী বিশ্বেশ্বর, আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত শিক্ষিত আইনজীবী এবং শ্রী ই.সি. বিদ্যা সাগর, প্রতিপক্ষদের পক্ষে উপস্থিত শিক্ষিত আইনজীবীকে।

২৩। বিচারিক আদালত কর্তৃক গৃহীত এবং উচ্চ আদালতের দ্বারা আবেদনিত রায়ে পুনরাবৃত্তিকৃত প্রকৃত পরিস্থিতি অখণ্ডনীয়। তাতে বলা হয়েছে যে, আবেদনকারীদের পূর্বসূরি কর পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় বিবাদসূচক সম্পত্তি নিলামে তোলা হয়, যেখানে প্রতিপক্ষদের পূর্বসূরি সর্বোচ্চ দরদাতা হন। নিলাম বিক্রয় যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিশ্চিত করা হয়। বিক্রয় বাতিলের জন্য আবেদনকারীদের পূর্বসূরি কর্তৃক করা আবেদন নিষ্পত্তি না করেই বিক্রয় নিশ্চিত করার সঠিকতা তিনি চ্যালেঞ্জ করেন। বিষয়টি উচ্চ আদালতে রিট আবেদন নম্বর ১৮১০ সংখ্যা ১৯৭১ দ্বারা পৌঁছায়, যা আবেদনকারীদের পূর্বসূরি আন্দনুর উমাপথিয়াপ্পা দায়ের করেছিলেন, এবং সেটি এই মন্তব্যসহ খারিজ করা হয় যে, যদি রিট আবেদনকারী বিক্রয় মূল্য জমা দিতে ইচ্ছুক হন, তবে উপ-কমিশনার তাঁর স্বপ্রণোদিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে উক্ত বিক্রয় বাতিল করতে পারেন, যেমনটি মাইসোর ভূমি রাজস্ব আইন অনুসারে ধারা ১৭৭ তে বলা হয়েছে। তবে এই মন্তব্য প্রতিপক্ষরা ডিভিশন বেঞ্চের সামনে রিট আবেদন নম্বর ১৫২ সংখ্যা ১৯৭৩ দ্বারা চ্যালেঞ্জ করেন। ডিভিশন বেঞ্চ উপরোক্ত আবেদন মঞ্জুর করেন। বিচারাধীন বিষয়ে কিছু প্রাসঙ্গিকতা সম্পন্ন ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক ৭ই জানুয়ারি, ১৯৭৫ তারিখে প্রদত্ত আদেশের প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নরূপঃ

"রিট আবেদন খারিজ হওয়ার ফলে এখন আর বিক্রয় বাতিলের আবেদন বিচারাধীন নয়। তবে, উপ-ধারার অধীন, উপ-কমিশনারের ঐবিধানিক ক্ষমতা রয়েছে এমন বিক্রয় বাতিল করার জন্য, তাঁর বিবেচনা অনুযায়ী উপযুক্ত শর্ত আরোপ সাপেক্ষে,

যদিও বিক্রয় বাতিলের জন্য পূর্বে করা আবেদন ইতিমধ্যেই খারিজ হয়েছে। বিক্রয় বাতিল করার জন্য এটি একটি উপযুক্ত মামলা কি না এবং কোন শর্তে বিক্রয় বাতিল করা উচিত, এই বিষয়গুলি উপ-জেলা প্রশাসকের একক বিবেচনার বিষয়। এই আদালত, তার এখতিয়ারের প্রয়োগে, উপ-জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দিতে পারে না যে, যদি এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত শর্তগুলি পূরণ হয়, তবে তিনি তাঁর বিবেচনাধিকার প্রয়োগ করবেন। এই আদালতের কাজ নয় কোনো শর্ত নির্ধারণ করা। এই বিষয়টি খোলা রাখা উচিত ছিল।

অতএব, আমরা এই আবেদন মঞ্জুর করি এবং ঘোষনা করি যে, রিট আবেদনটি খারিজ করা উচিত ছিল, এই পর্যবেক্ষণ ব্যতিরেকে যে কর্ণাটক ভূমি রাজস্ব আইন এর ধারা ১৭৭ এর প্রোভিজোর অধীনে বিবেচনাধিকার কিভাবে প্রয়োগ করা উচিত। কোনো খরচ নয়। এই সিদ্ধান্তের দ্বারা, নিলাম বিক্রয়ের বৈধতা সংক্রান্ত বিষয়টি আবেদনকারীদের বিপক্ষে চূড়ান্ততা লাভ করে।

২৪। বিষয়টি তাতেও শেষ হয়নি, কারণ প্রতিউত্তরদাতাগণ এবং আবেদনকারীদের দ্বারা দায়েরকৃত পুনর্বিবেচনা আবেদন, যাহা আবেদনকারীগণ কর্তৃক নিলাম বাতিলের জন্য উপ-জেলা প্রশাসকের বিবেচনাধিকার প্রয়োগের আবেদন সংক্রান্ত, পুনরায় প্রতিউত্তরদাতাগণ কর্তৃক দায়েরকৃত অপর একটি রিট আবেদনের বিষয়বস্তু হয়, যাহার নম্বর ১৪০১২ সংখ্যা ১৯৮১। কর্ণাটক উচ্চ আদালতের একক বিচারপতি বেঙ্গালুরুতে ৩১ শ্রাবণ ১৩৯৬ তারিখে প্রদত্ত রায়ে রাজস্ব কর্তৃপক্ষ ও আবেদন ট্রাইবুনালের দ্বারা গৃহীত আদেশের বৈধতা, বিশেষ করে ৪ শ্রাবণ ১৩৮৫, ১০ চৈত্র ১৩৮৬ এবং ১৭ মাঘ ১৩৮৭ তারিখের আদেশগুলির গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করেন। ৩১ শ্রাবণ ১৩৯৬ তারিখে একক বিচারপতির প্রদত্ত আদেশটি, আমাদের মতে, সেই প্রশ্নের উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যাহা আমাদের বিবেচনার বিষয়। ৩১ শ্রাবণ ১৩৯৬ তারিখের আদেশ নিম্নরূপ:

আদেশ

এই রিট আবেদনটি ১৩৮৮ সংখ্যক বছরের। আমি আশা করি, এটিকে নিষ্পত্তি করার মাধ্যমে আমি একটি বিতর্কের অবসান ঘটাতে সক্ষম হবো, যাহা সম্ভবত ১৩৭৩ সংখ্যক বছরে উদ্ভূত হয় যখন প্রতিউত্তরদাতাদের পূর্বসূরি আন্দনুর উমাপতিয়াপ্পা ২৬ একর জমি হারান, কারণ তিনি আয়কর বকেয়ার অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হন, যাহার পুনরুদ্ধারের জন্য উক্ত জমিসমূহ জনসাধারণের নিলামে বিক্রি করা হয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিউত্তরদাতা সেই জমি ক্রয় করেন এবং

সঙ্গে সঙ্গে দখলে স্থাপন করা হয়।"

২। এটি সবার সম্মতিক্রমে স্বীকার করা হয়েছে যে, উক্ত ভূমিগুলো নিলামের তারিখ থেকে আবেদনকারীজনের দখলে রয়েছে এবং বিপরীতে অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, প্রতিপক্ষরা যাদের কাছে একধরণের জীবন্ত অধিকার (চরম জীবন) ছিল, তারা তাদের অধিকার বজায় রেখে ওই ভূমিগুলো থেকে আবেদনকারীজনকে বঞ্চিত করতে পারেনি।

৩। ভূমিগুলো উদ্ধারের এই শেষ সংগ্রামে উত্থাপিত বিষয় হলো, কর্ণাটক ভূমি রাজস্ব আইনের ধারা একশো সত্তর সাতের অধীনে ডেপুটি কমিশনারকে তার নিজস্ব প্ররোচনায় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য আবেদন করার যে আবেদন করা হয়েছে, নিলামের দীর্ঘসময় পূর্বে বৈধ ঘোষণা সত্ত্বেও, তা বহাল থাকার উপযোগী কি না। ডেপুটি কমিশনার ৯/৬/৭৫ তারিখে এই আবেদনটি নিষ্পত্তি করেছেন এবং কিছু কারণবশত আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তবে, প্রতিপক্ষরা ১৭/৬/১৯৭৫ তারিখে ডেপুটি কমিশনারের কাছে আরেকটি আবেদন করেন, পূর্বের আদেশের পুনঃপর্যালোচনার জন্য। ডেপুটি কমিশনার আবেদনকে বৈধ বলে গণ্য করলেও, আবেদনকারীর বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে কর্ণাটক আবেদন ট্রাইব্যুনালের কাছে সেই আদেশের বিরুদ্ধে পুনর্বিবেচনা আবেদন দায়ের করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ডেপুটি কমিশনারের আদেশ বহাল থাকে, কিন্তু পরে পুনর্বিবেচনা আবেদনের ভিত্তিতে প্রত্যাহৃত হয় এবং সংশ্লিষ্ট পুনর্বিবেচনা আবেদন খারিজ করা হয়। আবেদনকারীরা ডেপুটি কমিশনারের ২৯/৯/৭৫ তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করছেন, যার মাধ্যমে তাঁর সামনে একটি পুনর্বিবেচনা আবেদন বৈধ বলে গণ্য করা হয়েছে।

৪। নিলামের ক্রেতার পক্ষে উপস্থিত শ্রী গোপাল, যিনি এই আদেশগুলোর দ্বারা ক্ষুব্ধ, দাবী করেন যে, প্রতিপক্ষদের ভূমি রাজস্ব আইনের ধারা একশো সত্তর সাত অনুযায়ী ডেপুটি কমিশনারের হস্তক্ষেপ দাবি করার কোনো অধিকার ছিল না। এই আদালত গি. ডি. নাভারেকর বনাম মাইসোর রাজস্ব আবেদন ট্রাইব্যুনাল ও অন্যান্য (১৯৭৩ সালের ১ এম এল জে ৩৩১) মামলায় এই বিষয়টি স্থির করেছে যে, রাজস্ব কর্তৃপক্ষের ধারা একশো সত্তর সাত অনুসারে নিজস্ব প্ররোচনায় ক্ষমতা প্রয়োগের নিয়মাবলী সম্পর্কে এভাবে বলা হয়েছে:

'পর্যাপ্তি হলো যে, ক্ষমতাটি ন্যায়বিচারের স্বার্থে এবং কর্তৃপক্ষ যথার্থ বিবেচিত শর্তাদি সাপেক্ষে প্রয়োগ করতে হবে এবং এটি আবেদনকারীকে সহকারী কমিশনারকে

এই বিষয়টি উদঘাটনের জন্য বলার অধিকার প্রদান করে না।'

৫। এই আদালত উপরে উল্লিখিত রায়ের মাধ্যমে নির্দেশ দিয়েছিল যে, কর্ণাটক ভূমি রাজস্ব আইন এর ধারা একশো সত্তর সাত (১৭৭) অনুসারে ডেপুটি কমিশনারকে সু মুত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বলার কোনো অধিকার কারো নেই। এই মামলায় পর্যালোচনা আবেদনের নিষ্পত্তি ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক ৯ তারিখ জুন, এক হাজার নয়শো পঁচাত্তর সালে করা হয়েছিল, যা হয়তো ভুল কারণে হলেও, যেটি আবেদনকারীর পক্ষে শ্রী গোপাল নির্দেশ করেছেন, সেটি চূড়ান্ত বিবেচিত হয়েছে। আমার মতে, আবেদন ট্রাইব্যুনালের পক্ষে এই আবেদনকে সমর্থন দেওয়া ভুল ছিল, যেখানে উত্তরদাতারা কর্ণাটক ভূমি রাজস্ব আইন এর ধারা একশো সত্তর সাত অনুসারে ডেপুটি কমিশনারের সু মুত ক্ষমতা প্রয়োগের দাবি বা আবেদন করেছিলেন। অতএব, এই সংক্ষিপ্ত কারণে আমার মনে হয় এই রিট পিটিশন সফল হবে এবং সেজন্যই আমি এই রিট পিটিশন মঞ্জুর করছি এবং আবেদন ট্রাইব্যুনাল এবং ডেপুটি কমিশনারের সেই আদেশ বাতিল করছি। কোন খরচ ধার্য করা হলো না।

২৫। এই রায়কে আবেদনকারীরা উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চের সামনে রিট আবেদনের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, যেটি তদবিরহীনভাবে ৮ই ডিসেম্বর, এক হাজার নয়শো ঊনাশি সালে দেওয়া আদেশ দ্বারা খারিজ করা হয়। আদেশের বক্তব্য এ রকম ছিল:

আদেশ

শ্রদ্ধেয় একক বিচারকের কর্ণাটক ভূমি রাজস্ব আইন এর ধারা একশো সত্তর সাত সম্পর্কিত মতামত হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করে না। অতএব, এই আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলো।"

এই আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ফলে, ধারা একশো সত্তর সাত অনুযায়ী আবেদন করার বিষয়টি আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিবেচিত হলো।

২৬। এই সমস্ত বিচারবিভাগীয় কার্যক্রমের পর, আবেদনকারীরা দাভনাগেরে দেওয়ানি জজ (সিনিয়র ডিভিশন) এর কাছে দেওয়ানি মামলা নং ২৭/৯০ দায়ের করেন, যা সম্পত্তির মালিকানা ও অধিকার ঘোষণা সংক্রান্ত। মামলার প্রধান বিষয় ছিল যে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিলাম বিক্রয় নিশ্চিতকরণ আদেশ না থাকা এবং তাজা বিক্রয় সনদ প্রদান না হওয়ায়, উত্তরদাতারা বা তাদের পূর্বসূরীরা বিবাদী সম্পত্তি সম্পর্কে কোন অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ অর্জন করেননি।

অতএব, তফসিলভুক্ত সম্পত্তির দখল, যা প্রতিবাদীদের পূর্বসূরিকে প্রদান করা হয়েছিল, তা নতুন কোনো বিক্রয় নিশ্চিতকরণ আদেশের অনুপস্থিতিতে পুনঃপ্রাপ্ত হতে বাধ্য ছিল। এই যুক্তি প্রথম দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় হলেও, তা শুধু ট্রায়াল কোর্টেরই নয়, উচ্চ আদালতেরও গভীর মনোযোগ পেয়েছে, যা আপীলযোগ্য রায়ের অনুচ্ছেদ ২০ এবং ২১ থেকে স্পষ্ট হয়, যেটি নিম্নরূপ:

"২০। স্পষ্টত, বর্তমান মামলায়, উপ-কমিশনার ৩/২/১৯৬৬ তারিখে দায়ী পক্ষের দ্বারা দাখিলকৃত আবেদন বিবেচনা না করে, ৭/১/১৯৬৬ তারিখে সহকারী কমিশনারের সুপারিশ অনুযায়ী নিলাম বিক্রয় নিশ্চিত করেন, যেটি নিলামের সর্বোচ্চ দরদাতা এবং ডিফেন্ড্যান্টদের পিতা প্রয়াত শ্রী বেলেকেরাপ্পার পক্ষেই হয়েছিল। এই কর্মসূচি উপ-কমিশনার কর্তৃক নেওয়া নিয়ে মাইসোর রাজস্ব আবেদন ট্রাইব্যুনাল আবেদন নং ৪৮৬/১৯৬৭ (এলআর) এ আবেদনকারীর পিতা কর্তৃক দায়েরকৃত আবেদনের মাধ্যমে আপত্তি উত্থাপন করেছিল এবং ট্রাইব্যুনাল তার আদেশ দ্বারা উপ-কমিশনার কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের আদেশ, যা ৩/৬/১৯৬৬ তারিখে জারি করা হয়েছিল, বাতিল করে এবং বিষয়টি আইন অনুযায়ী আবেদনকারীর পিতা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদন বিবেচনা করে পুনর্বিবেচনার জন্য উপ-কমিশনারের কাছে ফেরত পাঠায়। এমন ফেরতের পর, যেহেতু আবেদনকারীর পিতা নির্ধারিত শুনানির দিনে উপস্থিত হননি, উপ-কমিশনার আবেদনকারীর অনুপস্থিতির কারণে আবেদন বাতিল করেন। এই আদেশ চূড়ান্ততা লাভ করে, উচ্চ আদালতের ডব্লিউ.পি. নং ১৮১০/১৯৭১ এবং ডব্লিউ.এ. নং ১৫২/১৯৭৩ এর আদেশের প্রেক্ষিতে। এই সমস্ত কার্যক্রম নিষ্পত্তির পরেও, উপ-কমিশনার মাইসোর রাজস্ব আবেদন ট্রাইব্যুনালের ২৭/৯/১৯৬৭ তারিখের আবেদন নং ৪৮৬/১৯৬৭ (এলআর) এর ফেরত পাঠানোর আদেশের পর আইন অনুযায়ী নতুন কোনো বিক্রয় নিশ্চিতকরণ আদেশ জারি করেননি এবং নতুন বিক্রয় সনদও প্রদান করেননি। এই বাস্তব বিষয়গুলি, যা আবেদনকারীদের পক্ষে প্রমাণের অভাবে বিতর্কিত নয়, নির্দেশ করে যে ডিফেন্ড্যান্টরা উপ-কমিশনার কর্তৃক জারি করা বিক্রয় নিশ্চিতকরণের আদেশ অনুযায়ী তফসিলভুক্ত সম্পত্তির দখলে রয়েছে, যা রাজস্ব আবেদন ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বাতিল করা হয়েছে।"

২১। অন্য প্রসেসিং যেটি বাদীর পিতার দ্বারা শুরু করা হয়েছে তা হলো উপ-কমিশনারের কাছে আবেদন করা যাতে বিক্রয় স্থগিত করা যায়, যা জমা দেওয়া হয় ধারাটি ১৭৭ অনুসারে। যদিও প্রাথমিকভাবে উপ-কমিশনার এই আবেদন অযোগ্য বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, পরে তার আদেশ পর্যালোচনার জন্য জমা দেওয়া আবেদন বিবেচনা করে, তিনি তার আদেশে উল্লেখ করেছেন যে দায়ী ব্যক্তির দ্বারা জমা দেওয়া আবেদন, যাতে তিনি নিজের ক্ষমতায় / স্বদপ্রনিত(সুয়-মটু) ধারা ১৭৭ এর উপ-ধারা অনুসারে কাজ করেন, গ্রহণযোগ্য। এই আদেশের সঠিকতা বা অসত্যতা নিয়ে মৃত শ্রী বেলেকরাপ্পার আইনি প্রতিনিধি—অর্থাৎ প্রতিরক্ষা পক্ষ, কর্ণাটক জমি রাজস্ব আইনের ধারা ৫৬ অনুসারে রিভিশন পিটিশন নম্বর ৩০৪/১৯৭৩ জমা দিয়ে রাজস্ব আবেদন ট্রাইব্যুনালের কাছে প্রশ্ন তোলেন। ট্রাইব্যুনাল তার ৩০.১.১৯৮১ তারিখের আদেশে নির্দেশ দিয়েছে যে উপ-কমিশনার ধারা ১৭৭ অনুসারে দায়ী ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে যথার্থ ছিলেন এবং তাই রিভিশন পিটিশন বাতিল করে উপ-কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছেন যে বাদীর পিতার জমা দেওয়া আবেদন/পিটিশন ধারা ১৭৭ অনুসারে আইনের আলোকে বিবেচনা করবেন। এই আদেশের সঠিকতা বা অসত্যতা ছিল এই আদালতের বিবেচনার বিষয়, ওয়াপি নম্বর ১৪০১২/১৯৮১ এ, যেখানে আদালত আবেদন মঞ্জুর করে কর্ণাটক আবেদন ট্রাইব্যুনালের রিভিশন পিটিশন নম্বর ৩০৪/১৯৭৩ এ দেওয়া আদেশ বাতিল করেছে এবং এই ধরনের মন্তব্য করেছে যে 'এই জমি পুনরুদ্ধারের সর্বশেষ সংগ্রামে, প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে, সু-মোটু ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য উপ-কমিশনারের কাছে আবেদন জমা দেওয়া, যদিও নিলাম বিক্রয় অনেক আগেই নিশ্চিত হয়েছে, তার বৈধতা।' এই মাননীয় সিঙ্গেল জজের মন্তব্য, যা ওয়েআ নম্বর ২১৭৬/১৯৮৯ এ নিশ্চিত হয়েছে, সেই মন্তব্য শ্রদ্ধেয় বিচারকের মনে প্রভাব ফেলেছে এবং তিনি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে এই মামলা পূর্ব সিদ্ধান্তের বিধান দ্বারা বাধাগ্রস্ত।

(বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উল্লিখিত)

২৭। যেমনটি উচ্চ আদালতের শিক্ষিত একক বিচারক কর্তৃক ৩১ জুলাই, ১৯৮৯

তারিখের রিট আবেদন নং ১৪১০২/১৯৮১-এর রায় থেকে লক্ষণীয়, যা এই রায়ের পূর্ববর্তী অংশে (অনুচ্ছেদ ২৪) সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত হয়েছে, নিলামের বিক্রয় নিশ্চিতকরণ এবং বিক্রয় সনদ যে প্রতিপক্ষদের পূর্বপুরুষের পক্ষে জারি করা হয়েছিল, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ বিষয় একই পক্ষসমূহের মধ্যে একই জমি সম্পর্কিত এবং একই অভিযোগের ভিত্তিতে উচ্চ আদালতের সামনে ছিল। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, ট্রায়াল কোর্ট এবং উচ্চ আদালত উভয়ই আবেদনকারীদের মামলা খারিজ করে দিয়েছে, যেটি মালিকানা ও দখলের ঘোষণা দাবির জন্য দায়ের করা হয়েছিল, যাহা পুনরাবৃত্তি ন্যায়বিচারের নীতির দ্বারা প্রভাবিত, যা এই রায়ের অনুচ্ছেদ ৩১ এবং ৩২-এ আলোচিত হয়েছে এবং অনুচ্ছেদ ১৯-এ উদ্ধৃত হয়েছে। আমরা ট্রায়াল কোর্টের বিশ্লেষণ এবং উচ্চ আদালতের দ্বারা নিশ্চিতকৃত সিদ্ধান্তের সাথে সম্পূর্ণ একমত।

২৮। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গিয়ে, ট্রায়াল কোর্ট এবং উচ্চ আদালত সংশ্লিষ্ট এই আদালতের সিদ্ধান্তসমূহের উল্লেখ সহ প্রতিষ্ঠিত আইনগত অবস্থান প্রয়োগ করেছেন, যা উচ্চ আদালতের রায়ে বর্ণিত হয়েছে। পুনরাবৃত্তি ন্যায়বিচারের নীতি, যা দেওয়ানি প্রোসিডিউর কোড-এর ধারা ১১-এ প্রতিষ্ঠিত, এর ভিত্তি "একই এবং একবিষয়ে কেউ বারবার বিরক্ত হবেন না" এই সর্বসিদ্ধান্তক প্রবচনে নিহিত। সাম্প্রতিক এক রায়ে নাগভূষণাম্মাল বনাম চন্দিকেশ্বরালিংগম [৮] মামলায় এই আদালত নিম্নরূপ মন্তব্য করেছে:

"১৫। 'পুনরাবৃত্তি ন্যায়বিচার' এর অর্থ হলো 'একটি বিষয় যা বিচারিক সিদ্ধান্ত দ্বারা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে'। এই নীতি একই বিষয়ে পুনরায় বিচার না করার বাধা প্রদান করে। এর লক্ষ্য হলো বিবাদমূলক কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধ করা এবং একটি বিষয়ে চূড়ান্ততা প্রদান করা, যা পূর্ববর্তী মামলায় একই পক্ষসমূহ বা তাদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সরাসরি এবং প্রাসঙ্গিকভাবে উত্থাপিত ও নিষ্পত্তি হয়েছে, যাতে পক্ষসমূহকে বারবার বিরক্ত করা না হয়; অর্থহীন মামলা বন্ধ করা হয় এবং আদালতের মূল্যবান সময় সংরক্ষিত হয়।

১৬। জসওয়ান্ত সিং বনাম ইভাকুয়ী [১১] সম্পত্তির সংরক্ষকের মামলায় এই আদালত পুনরাবৃত্তি ন্যায়বিচার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত পরবর্তী মামলার নির্ধারণের জন্য একটি পরীক্ষার নিয়ম স্থাপন করেছে: (সুপ্রিম কোর্ট রায় পৃষ্ঠা ৬৫৭, অনুচ্ছেদ ১৪)"।

৭ (২০১৬) ৪ এস সি সি ৪৩৪

৮ বলাক লাও ডিকশনারী, অষ্টম এদিইতিওন ১৩৩৬-৩৭

৯ (১৯৯৪) ২ এস সি সি ১৪

১০ (১৯৮৫) ৩ এস সি সি ৬৪৮

১১ (২০০৪) ৩ এস সি সি ২৭৭

১৪. ... রেস জুডিকাটা (একই বিষয়ে পুনরাবৃত্তি) এর প্রতিরক্ষা সফল হতে হলে প্রমাণ করতে হয় যে কেবল কারণবশত্ বিষয় একই ছিল না, বরং দাবিকর্তার কাছে পূর্ববর্তী প্রক্রিয়ায় যে প্রতিকার প্রার্থনার সুযোগ ছিল, সেটিও ছিল। পরীক্ষাটি হল যে পরবর্তীতে যেই মামলা বা কার্যবিধি চালু হয়েছে সেটি কি বাস্তবে পূর্ববর্তী মামলার বা কার্যবিধির একই কারণবশত্ বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা।

১৭. 'কারণবশত্ বিষয়' শব্দগুচ্ছটি এই আদালত কুঞ্জন নায়ার সিভারামন নায়ার বনাম নারায়নন নায়ার মামলায় (৩১) অনুচ্ছেদ ১৬-এ ব্যাখ্যা করেছে। উদ্ধৃত্য (এসসিসি পৃ. ২৮৬):

'১৬। 'কারণবশত্ বিষয়' শব্দগুচ্ছ একটি বিচারিকভাবে প্রতিষ্ঠিত অর্থ লাভ করেছে। সীমাবদ্ধ অর্থে, কারণবশত্ বিষয় অর্থ হলো পরিস্থিতিগুলি যা অধিকার লঙ্ঘনের কারণ বা ক্রিয়াকলাপের অবিলম্বে কারণ হিসেবে কাজ করে। বিস্তৃত অর্থে, এর অর্থ হলো মামলাটি চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাদি, যার মধ্যে শুধুমাত্র অধিকার লঙ্ঘন নয়, বরং অধিকার নিজেও অন্তর্ভুক্ত। সংক্ষেপে, এই শব্দগুচ্ছের অর্থ হলো প্রতিটি সত্য যা দাবিকর্তাকে প্রমাণ করতে হবে, যদি তা বিতর্কিত হয়, আদালতের রায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। প্রতিটি সত্য যা প্রমাণ করা প্রয়োজন, প্রতিটি প্রমাণ যা প্রতিটি সত্য প্রমাণের জন্য প্রয়োজন তার থেকে পৃথক, সেটিই 'কারণবশত্ বিষয়' অন্তর্ভুক্ত।'

১৮. হালসবেরির ইংল্যান্ড আইন (চতুর্থ সংস্করণ)-এ এই শব্দগুচ্ছ নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত হয়েছে:

'কারণবশত্ বিষয়' অর্থ হলো একটি বাস্তব পরিস্থিতি যার অস্তিত্ব এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালত থেকে প্রতিকার পাওয়ার অধিকার প্রদান করে। এই শব্দগুচ্ছ সর্বপ্রথম থেকেই অর্থাৎ প্রতিটি সত্য যা দাবিকর্তার সফলতার জন্য প্রমাণ করা আবশ্যক এবং প্রতিটি সত্য যা বিবাদী বিরোধিতা করার অধিকার রাখে, তা অন্তর্ভুক্ত করে বিবেচিত হয়েছে। 'কারণবশত্ বিষয়' শব্দগুচ্ছের অর্থ সেই বিশেষ কাজ যা বিবাদী কর্তৃক করা হয় এবং যার জন্য দাবিকর্তার অভিযোগের কারণ বা মামলা চালানোর বিষয়বস্তু সৃষ্টি হয়, শুধুমাত্র কারিগরি কারণবশত্ বিষয় নয়।

২৯। পূর্ব সিদ্ধান্তের বিধান এই মামলায় সমগ্রভাবে প্রযোজ্য, যেমন সঠিকভাবে নিম্ন আদালত নির্দেশিত হয়েছে এবং উচ্চ আদালত কর্তৃক বিতর্কিত রায়ে বিশেষত অনুচ্ছেদ ৩১ ও ৩২-এ নিশ্চিত করা হয়েছে, যা উপরে অনুচ্ছেদ ১৯-এ পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৩০। আমরা, সেই অনুসারে, আবেদনকৃত রায় ও আদেশ সমূহকে স্বীকৃতি প্রদান করি এবং এই আবেদনসমূহ যেহেতু অনর্থক, সেগুলি খারিজ করা হলো।

৩১। সেই অনুসারে, এই আবেদনসমূহ খরচসহ বাতিল করা হলো।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠী

আবেদনসমূহ বাতিল।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal